তিন মাসে গেইলের পাইপলাইনের গ্যাস ঢুকবে শহরে, আশা

এই সময়: আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কলকাতায় পাইপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস চলে আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, কলকাতা পর্যন্ত গেইলের মূল পাইপলাইনের কাজ প্রায় শেষের পথে। বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার জানিয়েছেন, গেইলের পাইপলাইনের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

পূর্ব বর্ধমান থেকে হুগলির রাজারামবাটি হয়ে গয়েশপুর পর্যন্ত ১৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গেইলের পাইপলাইন মাঝে এক জায়গায় ৮০০ মিটার অংশের জমি জটের জন্য আটকে রয়েছে। অনুপমবাবু জানান, এই ৮০০ মিটারের জমি সংক্রান্ত বাধা কেটে গেলে গোটা পাইপলাইনের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এর ফলে এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ এখনকার তুলনায় তিনগুণ বাড়বে বলে এদিন বণিকসভা অ্যাসোচ্যাম আয়োজিত এনার্জি মিট অ্যান্ড এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের ফাঁকে তিনি জানিয়েছেন।

গেইলের পাইপলাইন দুর্গাপুর পর্যন্ত আসার পর তা কলকাতা অব্দি পাতার কাজ চলছে। এই পাইপলাইনটি রাজ্যের মোট ১৫টি জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

অনুপমবাবু জানান, কলকাতার কাছাকাছি পাইপলাইনটি চলে এলে রাজ্যের সিএনজি স্টেশনের সংখ্যাও এখনকার তুলনায় অনেকটাই বাড়বে। গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ও গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেডের যৌথ সংস্থা বেঙ্গল গ্যাসের ১২টি সিএনজি স্টেশন এখন রয়েছে। এই সংখ্যাটি এক বছরের মধ্যে বেড়ে ৫০ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে ১০০-তে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যে আরও ৬১টি সিএনজি স্টেশন রয়েছে, যেগুলি পরিচালনা করে অন্যান্য একাধিক সংস্থা। পাইপলাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এখনকার থেকে অন্তত তিনগুণ বেশি গ্যাস অনেক দ্রুততার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসবে। এখন কলকাতায় যে সমস্ত সিএনজি স্টেশন রয়েছে, সেগুলিতে সড়কপথে দুর্গাপুর থেকে গ্যাসকেটে গ্যাস নিয়ে এসে সরবরাহ করা হয়। দু'বছর আগে বেঙ্গল গ্যাসের সিএনজি স্টেশনগুলিতে যেখানে দৈনিক ১ হাজার কিলো গ্যাস বিক্রি হতো, যা এখন বেড়ে হয়েছে ১৩ হাজার কিলো।

কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকায় সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের বিষয়ে অনুপমবাবু জানান, প্রস্তাবিত ৫০০ কিলোমিটার মূল সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের স্টিল পাইপলাইনের মধ্যে ৩০ কিলোমিটারের কাজ শেষ হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, আগামী তিন বছরে বেঙ্গল গ্যাস লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটির জন্য আরও ৫ হাজার কিলোমিটার পাইপলাইনের নেটওয়ার্ক তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে।

এদিকে বিভিন্ন সরকারি ভবন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় রুফটপ সোলার প্যানেল বসানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বর্তমানে রাজ্যে ১০৪টি সরকারি ভবনের ছাদে রুফটপ সোলার রয়েছে। আরও ৯০০টি সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল এবং ৫০টি কলেজে রুফটপ সোলার বসানোর পরিকল্পনা করেছে রাজ্য।

গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর নিয়মের ফাঁদে ১৯০ কোটি টাকা 'হাতছাড়া' পুরসভার!

দেবাশিস ঘড়াই

কলকাতা পুর এলাকায় গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর জন্য রাজ্য সরকারের এক নিয়ম। আবার, কলকাতা পুর এলাকাতেই পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার তরফে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল বা পাওয়ার কেবল বসানোর জন্য পুরসভার আছে নিজস্ব নিয়ম। আর, এই দুই নিয়মের মধ্যে ফারাকের গেরোয় পড়ে প্রায় ১৯০ কোটি টাকা হাতছাড়া হল কলকাতা পুর প্রশাসনের!

বাড়ি, অফিস, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ধাপে ধাপে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পৌঁছনোর জন্য শহরে পাইপলাইন বসাতে পুরসভার কাছে যে আবেদন করেছিল 'বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (বিজিসিএল), ঘটনাপ্রবাহের সূত্রপাত সেই আবেদন ঘিরে। বিজিসিএল আবেদনে বলেছিল, পাইলট প্রকল্প হিসাবে তারা ইএম বাইপাস থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত গ্যাসের পাইপলাইন বসাতে চায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রকল্প-পিছু যে 'সুপারভিশন', 'ইনস্পেকশন', মেরামতি, সিকিয়োরিটি ডিপোজিট-সহ বর্তমান খরচ-কাঠামো রয়েছে, তার ভিত্তিতে পাইপলাইন বসানোর খরচ বাবদ কত টাকা দিতে হবে, বিজিসিএল-কে তা জানায় কলকাতা পুরসভা।

কিন্তু গত নভেম্বরে চিঠি দিয়ে বিজিসিএল মাইক্রো-টানেলিং/হরাইজন্টাল ডিরেকশনাল ড্রিলিং (এইচডিডি) পদ্ধতিতে পাইপলাইন বসানোর জন্য পুরসভার ধার্য করা সুপারভিশন ও ইনস্পেকশন চার্জ মকুব করতে আবেদন করে এবং নতুন করে খরচ জানতে চায়। এ ক্ষেত্রে তারা গ্যাসের পাইপলাইন বসানো সম্পর্কিত রাজ্য সরকারের নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করে। যেখানে কলকাতা পুর এলাকা এবং পুর এলাকার বাইরে রাজ্যের অন্যত্র গ্যাসের পাইপলাইন বসাতে কোনও সংস্থাকে কত টাকা দিতে হবে, সেটা বলা আছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় কলকাতা পুর এলাকা এবং কলকাতা বাদ দিয়ে অন্য পুর এলাকায় গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর ক্ষেত্রে জমির ব্যবহার সংক্রান্ত চার্জ, স্থায়ী মেরামতি চার্জ, সিকিয়োরিটি ডিপোজিটের উল্লেখ থাকলেও সুপারভিশন বা ইনস্পেকশন চার্জ হিসাবে টাকা ধার্য করা হয়নি। বিজিসিএল-ও পাইপলাইন বসানোর জন্য সরকারি নীতির কথা মনে করিয়ে দেয় পুরসভাকে। স্বাভাবিক ভাবেই উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরসভার শীর্ষ স্তরে শোরগোল পড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কী নীতি গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

তাতে উঠে আসে, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির থেকে পুরসভা মাইক্রো টানেলিং/এইচডিডি পদ্ধতির জন্য সুপারভিশন চার্জ ও ইনস্পেকশন চার্জ হিসাবে মিটার-পিছু যথাক্রমে ৪৫৪ টাকা ও ৩৯০ টাকা, অর্থাৎ, দুইয়ে মিলিয়ে মিটার-পিছু মোট ৮৪৪ টাকা নেয়। বিজিসিএল-এর আবেদন অনুযায়ী, তারা শহরের মূল রাস্তা, বাইলেন-সহ মোট ৪৫০০ কিলোমিটার পাইপলাইন বসাতে চায়। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এর ৫০ শতাংশ কাজ হওয়ার কথা মাইক্রো টানেলিং/এইচডিডি পদ্ধতিতে। সে ক্ষেত্রে পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী বিজিসিএল-এর থেকে তাদের প্রাপ্য হয় প্রায় ১৯০ কোটি টাকা!

কিন্তু গত মাসে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ ও বিজিসিএল কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নিয়মই অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ, মিটার-পিছু সুপারভিশন ও ইনস্পেকশন চার্জ বাদ দিয়েই (যার অঙ্ক ১৯০ কোটি) বিজিসিএলকে নতুন খরচের হিসাব পাঠানো হবে। তবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, জমি ব্যবহারের চার্জ বাবদ মিটার-পিছু ২০০ টাকা হিসাবে ৪৫০০ কিলোমিটারের জন্য পুরসভাকে প্রায় ৯০ কোটি টাকা দেবে বিজিসিএল। কারণ, এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নিয়মই অনুসরণ করবে পুরসভা।

পুর প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, "গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর জন্য যেখানে রাজ্য সরকারের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে, সেখানে তো পুরসভা নিজের নিয়ম চালাতে পারে না। তবে অন্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে যে হারে সুপারভিশন বা ইনস্পেকশন চার্জ নেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তেমনই নেওয়া হবে।"

গেলের প্রকল্পে সমস্যা, জট মাত্র এক কিলোমিটারে

নিজস্ব সংবাদদাতা

গেলের প্রকল্প আটকে বাবলা 'কাঁটা'য়!

পানাগড় থেকে হুগলির রাজারামবাটি হয়ে নদিয়ার গয়েশপুর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেলের ১৩৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের কাজ চলছে। কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের বাবলায় জমি জটের জন্য তা শেষ করা যাচ্ছে না। অথচ সেখানে এক কিলোমিটারেরও কম জায়গা পড়ছে প্রকল্প এলাকায়। তা মিললে মার্চেই গয়েশপুর পর্যন্ত গ্যাসের জোগান দিতে গেল তৈরি। আর জমি পেতে দেরি হলে উল্টে কাজ পিছিয়ে যেতে পারে। তাতে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতেও গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা পিছিয়ে যাবে।

জমি ব্যবহারের অনুমতি মেলায় সমস্যা এবং অতিমারির জেরে বছর তিনেক ধরে ক্রমাগত পিছিয়েছে গেলের উত্তরপ্রদেশে-হলদিয়া পাইপলাইন প্রকল্প। যা দু'টি শাখায় বিভক্ত। দুর্গাপুর থেকে রাজারামবাটি হয়ে গয়েশপুর এবং রাজারামবাটি থেকে হলদিয়া। দুর্গাপুর-গয়েশপুর শাখাটি গত বছরের জুনে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ফের বাধা হয় জমি জট। আপাতত পাইপলাইনটি পানাগড় পর্যন্ত চালু হয়েছে। গেল সূত্রের খবর, বর্ধমানের পণ্ডালিতেও জমি জট ছিল। রফাসূত্র মেলে ডিভিসির থেকে। জেলার বাকি অংশেও নানা জট কাটাতে জেলাপ্রশাসন উদ্যোগী হওয়ায় কাজ এগোনো গিয়েছে। সম্প্রতি অবশ্য বাবলার চাষিদের সঙ্গে বৈঠকের পরে জেলা প্রশাসনের আশ্বাস, দ্রুত জমি জট কাটবে।

কাঁটা

- এক কিলোমিটারে জমি ব্যবহারের অনুমতি মিলছে না পূর্ব বর্ধমানে।
- প্রায় তৈরি হয়েও সম্পূর্ণ হচ্ছে না গেলের পাইপলাইন প্রকল্প।
- জমি জটে ওই অংশে কাজ পিছিয়েছে আগেও।
- ফলে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সরাসরি গ্যাস বণ্টনও পিছোচ্ছে।

এই গ্যাস শিল্প, পরিবহণ ও রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যা গেলের কাছ থেকে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বণ্টনের করবে এইচপিসি, বেঙ্গল গ্যাস, আইওসি-আদানি–সহ বিভিন্ন সংস্থা। রান্নার জন্য ওই গ্যাস (পিএনজি) বণ্টন নিয়ে গৃহস্থদের সচেতন করতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশ জুড়ে কর্মসূচি নিয়েছে কেন্দ্র। সম্প্রতি গয়েশপুরে তা করে এইচপিসি। কিন্তু সংশয় সেই বাবলা।

কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিক্রির দায়িত্ব পেয়েছে এইচপিসি এবং বেঙ্গল গ্যাস। তারা অবশ্য নিজেদের পাইপলাইন-সহ গ্যাস মজুতের কেন্দ্র নির্মাণের পথে এগোচ্ছে। গেলের থেকে গ্যাস সংগ্রহের জন্য প্রথম পর্যায়ে রাজারামবাটি ও গয়েশপুরে কেন্দ্রগুলি মার্চের মধ্যে তৈরি করবে তারা।

দূষিত শহর

'জট অব্যাহত' (১৪-২) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে এই মুহূর্তে কলকাতার পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। সিএনজি দ্বারা পরিচালিত গাড়ি আগামী দিনে পরিবহণ বিষয়ক দূষণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সিএনজি বা কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস একটি স্বচ্ছ জ্বালানি এবং অটোমোবাইলে এর ব্যবহার আমাদের শহরে দূষণ কমাতে সাহায্য করবে। কিন্তু কলকাতায় এই সিএনজি পরিচালিত গাড়ির সংখ্যা কম। তার কারণ, শুধুমাত্র কলকাতাতে সাতটি জায়গায় এই গ্যাস পাওয়া যায়। এইচপিসিএল-এর তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় সারা দিনে মাত্র ৫৫০ কেজি সিএনজি বিক্রি হয়। কিন্তু এর চাহিদা অনেক বেশি। এর চাহিদার ছবি ধরা পড়ে, যখন গাড়িতে এই গ্যাস ভরার জন্য প্রায় দেড় কিলোমিটার জুড়ে লম্বা গাড়ির মিছিল দাঁড়িয়ে থাকে।

আসলে জমির সমস্যার জন্য এই গ্যাসের পাইপলাইনের কাজের অনেক সমস্যা হয়েছে। জগদীশপুর-বোকারো-ধামরা এই পাইপলাইনের কাজ এখনও চলছে। এ দিকে ইলেকট্রিক চার্জিং পয়েন্টের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। যদিও ৮৫০টি চার্জিং স্টেশন বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ২০২৪-এ নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র কলকাতা শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। ২০২১ সালের ২২ মার্চ যখন দু'টি সিএনজি পাম্পিং স্টেশন দিয়ে এখানকার যাত্রা শুরু হল, সবাই ভেবেছিলেন আগামী দিনে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতাতে দু'চাকা ও চার চাকার সংখ্যা প্রায় ১.৮২ মিলিয়ন, যা সে সময় পেট্রল বা ডিজেলে চলত। বোঝা যাচ্ছে, কতটা দূষণ কলকাতাকে গ্রাস করেছিল। তবুও পশ্চিমবঙ্গের পাইপলাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ধীর গতিতে হয়েছে। আগামী দিনেও আশাপ্রদ পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

অভিজিৎ চক্রবর্তী
বালি, হাওড়া